**কবি-পরিচিতি :**

জয়দেব পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দুবিল্ব গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার মাতা বামাদেবী ও পিতা ভোজদেব। কাব্যে উল্লিখিত পদ্মাবতী সম্ভবত কবির পত্নীর নাম। প্রচলিত মত অনুযায়ী জয়দেব ছিলেন গৌড়বঙ্গের অধিপতি লক্ষ্মণসেনের সভাকবি। জয়দেব তার বিখ্যাত 'শ্রীগীতগোবিন্দম্' কাব্যের জন্য বাংলা, সংস্কৃত তথা ভারতীয় সাহিত্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় কবি।

**কাব্যরচনাকাল :** অনুমান করা হয় লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল ১১৮৫—১২০৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জয়দেব তার কাব্যটি রচনা করেন।

**কাব্য পরিচিতি :** 'শ্রীগীতগোবিন্দম্' কাব্য ভাগবত পুরাণের আদর্শে রচিত। এই কাব্যের বারোটি সর্গ। সর্গগুলির নাম হল—(ক) সামোদ দামোদর (খ) অক্লেশকেশব (গ) মুগ্ধ মধুসূদন (ঘ) স্নিগ্ধ মধুসূদন (ঙ) সাকাঙ্ক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষ (চ) ধৃষ্ট বৈকুণ্ঠ (ছ) নাগর নারায়ণ (জ) বিলক্ষ লক্ষপতি (ঝ) মুগ্ধ মুকুন্দ (ঞ), মুগ্ধ মাধব (ট) সানন্দ গোবিন্দ (ঠ) সুপ্রীত পীতাম্বর।

এই কাব্যের প্রতিটি সর্গেই রাগতাললয়াশ্রিত গান সংযোজিত হয়েছে। প্রথম সর্গে দশাবতার স্তোত্র'গান মালব রাগ ও রূপক তালে গেয়। প্রথম সর্গের 'শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল...' 'গানটি গুর্জ্জরী রাগ ও নিঃসার তালে গেয়। এই সর্গের 'ললিতলব লতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।..' গানটি বসন্ত রাগ ও যতি তালে গীত হওয়ার নির্দেশ আছে। 'চন্দনচর্চ্চিতনীলকলেবরপীতবসনবনমালী। ...' এই গানটি প্রথম সর্গের অন্তর্ভুক্ত। এটি রামকিরী রাগ ও যতি তালে গাওয়ার গান।

দ্বিতীয় সর্গে আছে দুটি গান। 'সঞ্চরদধরসুধামধুরধ্বনিমুখরিতমোহনবংশম্। ...' এই গানটি গুর্জ্জরী রাগ ও যতি তালে গেয়। 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নীলয়ে বসন্তম্। ...'গানটি মালব রাগ ও একতালী তালে গীত হওয়ার নির্দেশ আছে। তৃতীয় সর্গে একটি গান আছে। গানটি হল 'মামিয়ং চলিতা বিলোক্য বৃং বধূনিচয়েন। ...' । এই গানটি গুর্জ্জরী রাগ ও যতি তালে গেয়। চতুর্থ সর্গে দুটি গান আছে। 'নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্। ...' এটি কর্ণাট রাগ ও যতি তালে গেয়। 'স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্।...' গানটি দেশকার রাগ ও একতালে গাওয়ার কথা বলা হয়েছে। পঞ্চম সর্গে দুটি গান আছে। 'বহতি মলয়সমীরে মদনমুপনিধায়।...' এই গানটি বরাড়ি রাগ ও রূপক তালে'গেয়। 'রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্।...' গানটি গুর্জ্জরী রাগ ও একতালে গেয়। ষষ্ঠ সর্গে একটি গান আছে। 'পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্।...' গানটি গোণ্ডকিরী রাগ ও রূপক তালে গাওয়ার নির্দেশ রয়েছে। সপ্তম সর্গে চারটি গান আছে। 'কথিতসময়েঽপি হরিরহ ন যযৌ বনম্।..' গানটি মালব রাগ ও যতি তালে গেয়। 'স্মরসমরোচিতবিরচিতবেশা।...' গানটি বসন্ত রাগ

Scanned by CamScanner

ও যতি তালে গেয়। 'সমুদিতমদনে রমণীবদনে চুম্বনবলিতাধরে। ...' গানটি গুর্জরী রাগে ও একতালী তালে গাওয়ার গান। 'অনিলতরলকুবলয়নয়নেন। ...' গানটি দেশবরাড়ি রাগ ও রূপক তালে গেয়। অষ্টম সর্গে একটি গান আছে। এটি হল রজনিজনিতগুরুজাগররাগকষায়িতমলসনিমেষম্।...'। গানটি ভৈরবী রাগ ও যতি তালে গেয়। নবম সর্গে আছে একটি গান। ' হরিরভিসরতি বহতি মৃদুপবনে। ...' গানটি রামকিরী রাগে ও যতি তালে গেয়। দশম সর্গের একটি গান ' বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী...' দেশবরাড়ী রাগে ও অষ্টতালী তালে গেয়। একাদশ সর্গে তিনটি গান আছে। ' বিরচিত-চাটু-বচন-রচনং চরণে রচিত-প্রণিপাতম্। ...' গানটি বসন্ত রাগ ও যতি তালে গাওয়ার গান। ' মঞ্জুতরকুঞ্জতলকেলিসদনে।...' দেশবরাড়ি রাগে ও রূপক তালে গাওয়ার গান। 'রাধাবদন-বিলোকন-বিকসিত-বিবিধ-বিকার -বিভঙ্গম্। ...' গানটি বরাড়ি রাগ ও রূপক তালে গেয়। দ্বাদশ সর্গে আছে দুটি গান। ' কিশলয়শয়নতলে কুরু কামিনি চরণনলিনবিনিবেশম্। ...' গানটি বিভাস রাগ ও একতালীতে গেয়। 'কুরু যদুনন্দন চন্দনশিশিরতরেণ করেণ পয়োধরে। ...' গানটি রামকিরী রাগ ও যতি তালে গাওয়ার গান।

এই কাব্যে মোট গীতসংখ্যা ২৪। সর্গ অনুযায়ী যথাক্রমে ৪,২,১,২,২,১,৪,১,১,১,৩ ও ২। ব্যবহার করা রাগের সংখ্যা মোট ১২টি, তাল ৫টি, শ্লোক সংখ্যা ৫,৮,৯ বা ১১। ৮টি শ্লোকের গীতই বেশি। প্রতিটি গানে আছে ধ্রুবপদ। প্রতিটি গানের শেষ শ্লোকে কবি জয়দেব তার নিজের নাম যোগ করেছেন।

**কাহিনী :** এই কাব্যের প্রারম্ভে আছে গ্রন্থস্তিবন্দনা এবং দশাবতারস্তোত্র। এর পরে কাহিনীর সূত্রপাত হয়েছে। প্রথম সর্গে দেখি রাধা কন্দর্পজ্বরে চিন্তাকুলা হয়ে বৃন্দাবনের বনে বনে কৃষ্ণানুসরণ করছিলেন। কিন্তু সখী তাকে দেখিয়ে দিলেন, শ্রীকৃষ্ণ অন্য নায়িকার সঙ্গে বিলাসে মত্ত। রাধার পূর্ব সময়ের কথা মনে পড়ল। একদিন রসনাদামে যাকে বেঁধেছিলেন, তিনি হাসিমুখে যা সহ্য করেছিলেন, সেই প্রিয়তম দামোদর এখন অন্য নারীকে নিয়ে বিলাসপ্রমত্ত। সামোদ দামোদর নামে এই স্মৃতিরই অভিব্যক্তি।

দ্বিতীয় সর্গে দেখি শ্রীকৃষ্ণকে অন্য নায়িকার সঙ্গে বিলাসে মত্ত দেখে রাধা অন্য এক লতাকুঞ্জে গিয়ে সখির নিকট যে বিলাপ করেছিলেন তাই এই সর্গের বিষয়। সখী তাকে তিরস্কার করায় তিনি বলছেন যে কৃষ্ণ তাকে ত্যাগ করলেও তিনি তাকেই স্মরণ করছেন। রাধার হৃদয় সর্বদা কৃষ্ণতেই তৃপ্ত। তার বলবতী তৃষ্ণা কৃষ্ণের কোনো দোষ দেখছে না। মন তার বশীভূত নয়। এই সব কথা বলতে বলতে তার উৎকণ্ঠা অধিকতর প্রবল হয়ে গেল। কৃষ্ণকৃত বিবিধ বিলাসের কথা তার মনে পড়তে লাগল। তিনি কৃষ্ণকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। এদিকে গোপীগণপরিবৃত কৃষ্ণ গোপীগণের হাস্য, তাদের কটাক্ষ এবং ঈষন্মুক্ত বাহুমূল আদি লাস্যদর্শনেও মুগ্ধ হৃদয়ে রাধার কথা ভাবছেন। কবি বলেছেন যে এই নব কেশব সকলের ক্লেশ হরণ করুন। এই হিসাবে সর্গনাম অক্লেশ কেশব সার্থক।

তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গে দেখি রাধার জন্য কৃষ্ণ ব্যাকুল। মুগ্ধচিত্তে তিনি তার কথা স্মরণ করেন। রাধার সখী এসে রাধার দশার কথা বলে কৃষ্ণের নিকট তার দর্শন স্পর্শরূপ অমৃত প্রার্থনা করেন।

Scanned by CamScanner

পঞ্চম সর্গে রাধা অভিসারে আসবেন এই আকাঙ্ক্ষায় পদ্মলোচন তার আয়ত আঁখি বিস্তৃত করে পথের দিকে চেয়ে থাকলেন। এই অর্থেই এই সর্গের নাম সাকাঙ্ক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষ। ষষ্ঠ সর্গে দেখি এক সখী কৃষ্ণকে রাধার অবস্থার কথা শোনাচ্ছেন। তিনি বলেছেন যে রাধা কেবল কৃষ্ণের কথাই ভাবছেন, তার কথাই বলছেন। দশদিকে তাকেই প্রত্যক্ষ করছেন। এমনকি শেষে তিনি নিজেকেই কৃষ্ণ বলছেন। এতেও কেন ধৃষ্ট কৃষ্ণের কুণ্ঠা নেই। এই অর্থেই সর্গের নাম ধৃষ্ট বৈকুণ্ঠ।

সপ্তম সর্গে রাধার বিপ্রলব্ধা অবস্থা বর্ণিত। বাসকসজ্জা ব্যর্থ হল। কৃষ্ণ এলেন না। নিদারুণ কষ্টে রাধা নিজের মৃত্যুকামনা করলেন। যমুনাতরঙ্গে তিনি দেহ বিসর্জন দেওয়ার সঙ্কল্প করলেন। নাগর কৃষ্ণের জন্য রাধার এই ব্যাকুলতার চিত্র নাগর নারায়ণ নামক স্বর্গ নামের কারণ। এই নামকরণের মধ্যে কৃষ্ণের বহুবল্লভত্বের ইঙ্গিত আছে।

অষ্টম সর্গে খণ্ডিতা নায়িকা রাধার অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। যামিনী অন্য নারীর কাছে অতিবাহিত করে প্রভাতে কৃষ্ণ এসে প্রণত হলেন রাধার কাছে। রাধা প্রবল অসূয়া বশত প্রিয়তমকে বললেন যে গত রাত্রির গুরুজাগরণে তার রক্তনয়ন বন্ধ হয়ে আসছে। অর্দ্ধমুদ্রিত ঐ আঁখি অন্য নারীর প্রতি তার আসক্তিই প্রকাশ করছে। এখন কৃষ্ণের ঐ নারীর কাছেই যাওয়া উচিত। মদনশরে পীড়িতা রাধা আরো নানাভাবে কৃষ্ণকে তিরস্কার করলেন।

নবম সর্গে ভর্ৎসিত কৃষ্ণ চলে গেলে কলহান্তরিতা, রতিরস বঞ্চিতা রাধা কৃষ্ণের কথাই চিন্তা করতে লাগলেন। সখী রাধাকে বোঝাতে লাগলেন যে কেন রাধা কৃষ্ণকে পরিত্যাগ করলেন। কুচকলস কেন তিনি বিফলে দিচ্ছেন। কেন দুঃখে মনকে ক্লিষ্ট করছেন।

দশম সর্গে দেখি রাধার মান কিঞ্চিৎ প্রশমিত হয়েছে। কৃষ্ণ পুনরায় তার কাছে উপস্থিত হয়েছেন। রাধা সলজ্জভাবে সখীদের দিকে চেয়ে আছেন। কৃষ্ণ রাধার মানভঙ্গের জন্য বললেন যে রাধা যদি একবার কথা বলে তাহলে তার দন্তপংক্তির জ্যোৎস্নাচ্ছটায় অন্ধকার দূরীভূত হয়। কৃষ্ণের চিত্ত মদনানলে দগ্ধ। তাই রাধা যেন মান পরিহার করেন। যদি সত্যই রাধার কোপ হয়ে থাকে তাহলে যেন তিনি তীক্ষ্ণকটাক্ষশরে কৃষ্ণকে দগ্ধ করেন। ভুজলতায় আবদ্ধ করে। চুম্বনে অধর দংশনে করে শাস্তি বিধান করেন। নায়িকাকে তুষ্ট করার জন্য কৃষ্ণ বললেন যে রাধাই তার ভূষণ, জীবন, সংসারসাগরের রত্নস্বরূপ এখন রাধা যেন তার প্রতি অনুকূল হন। তিনি রাধার পদপল্লবের স্পর্শে হৃদয়ের বিকার দূরীভূত করতে চাইলেন।

একাদশ সর্গে রাধার মানের অবসান ঘটেছে। দ্বাদশ সর্গে রাধা কৃষ্ণের মিলন হল বেতসলতাকুঞ্জস্থিত কেলি শয্যায়। একাদশ সর্গের নাম সানন্দ গোবিন্দ। রাধার মানের অবসানে তার সঙ্গে মিলনে গোবিন্দ আনন্দিত — এই অর্থেই সর্গ নামকরণ করা হয়েছে। আর দ্বাদশ সর্গের নাম সুপ্রীত পীতাম্বর। রাধার সঙ্গে রতিবিলাসে আনন্দিত পীতাম্বর— এই অর্থেই সর্গের নামকরণ করা হয়েছে।

**'শ্রীগীতগোবিন্দম্' কাব্যের সমালোচনার ধারা :** জয়দেবের কাব্যের রসাস্বাদন করেছিলেন বহু কাব্যরসিক। সন্ন্যাসী চৈতন্যদেব জয়দেবের কাব্য আস্বাদন করে আনন্দিত হতেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কাব্যে লিখেছেন—

Scanned by CamScanner

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ।।"

বিদ্যাপতি নিজেকে 'অভিনব জয়দেব' বলে চিহ্নিত করে আত্মশ্লাঘা অনুভব করেছেন। ভক্ত কবি গোবিন্দদাস জয়দেব সম্পর্কে বলেছেন—

"শ্রীজয়দেব কবীশ্বর সুরতরু
যছু পদপল্লবছাহে।
তাপ তাপিত মঝু হৃদয় বিয়াকুল
জুড়াইতে করু অবগাহে।।"

কবি নাভাজীদাস তার 'ভক্তমাল' গ্রন্থে জয়দেব ও তার গীতগোবিন্দ কাব্যের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। তার মতে—

"জয়দেব কবি নৃপচক্কৈব, খণ্ডলমণ্ডলেশ্বর আন কবি।
প্রচুর ভয়ো তিহুঁলোক গীতগোবিন্দ উজাগর।।"

অর্থাৎ, জয়দেব রাজচক্রবর্তী কবি এবং অন্যান্যরা ভুঞ্যা মাত্র এবং গীতগোবিন্দ ত্রিভুবন উজ্জ্বলকারী কাব্য। এগুলি সবই জয়দেবের বন্দনা। কোনটিই জয়দেবের কাব্যের সমালোচনা নয়। রঘুনাথ দাস গোস্বামী গীতগোবিন্দ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন —

"শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থ সুধাময়
বিরচিত মনোহর ছন্দ।"

গৌরসুন্দর দাস তার 'কীর্তনানন্দে' গীতগোবিন্দের প্রশংসা করেছেন —

"শ্রীজয়দেব কয়ল গীতগোবিন্দ অপরূপ-বর্ণন-বন্ধ।
সাধু রসিকজন যো রস পিবি পিবি পায়ই বড়ই আনন্দ।।"

আধুনিক যুগের প্রারম্ভ থেকে জয়দেব সম্পর্কে বহু সাহিত্যিক ও সমালোচক সমালোচনা করেছেন। বিদ্যাসাগর জয়দেবের রচনা বিষয়ে অসামান্য নৈপুণ্য দেখেছেন। জয়দেবের কবিত্বশক্তির অভাবকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। 'বিবিধ প্রবন্ধে' বঙ্কিম জয়দেবের কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি অপেক্ষা বাহ্যপ্রকৃতির সাধনাকে প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু জয়দেবের মূরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠ গীতির সৌন্দর্যকে বঙ্কিম প্রশংসা করেছেন। নিন্দা করেছেন এই কাব্যের মদনমহোৎসবকে। 'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিম লিখেছেমন—"শব্দ ভাণ্ডারে যত সুকুমার কুসুম আছে, সকলগুলি বাছিয়া বাছিয়া চতুর গোস্বামী এই কিশোর কিশোরী রচিয়াছেন।" রমেশচন্দ্র দত্ত তার " The Literature of Bengal" গ্রন্থে জয়দেবের 'exquisite music' ও 'soft and voluptuous description' বিষয়ে প্রশংসা করেছেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার তার 'জয়দেব' প্রবন্ধে এই কাব্যের সঙ্গীতময়তা, প্রকৃতি বর্ণনার মাধুর্য এবং জয়দেবেরে কাব্যকাহিনীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রমথ চৌধুরী জয়দেবের কাব্যে প্রশংসনীয় কিছু পাননি। তার মতে জয়দেব মানবদেহকে কেবল ভোগের বিষয় বলে মনে করেছেন। কিন্তু কবির সুললিত শ্রুতিমধুর ভাষার তিনি প্রশংসা করেছেন। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতগোবিন্দে শৃঙ্গার

Scanned by CamScanner

সম্ভোগকে প্রত্যক্ষ করেছেন, গোবিন্দকে কোথাও পাননি। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন জয়দেবের কাব্য কালিদাসের মতো মানসী মায়া বিস্তার না করে কাননকে প্রতারিত করে।

জিতেন্দ্রলাল বসু, ড. সুশীলকুমার দে, ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জয়দেবের কবিত্বে ও আধ্যাত্মিকতায় আস্থা স্থাপন করেছেন। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন— "ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্" সারা গীতগোবিন্দে এই একবারই ভাষা হয়ে উঠল কবিতার দ্বারা আক্রান্ত, উন্নত ও রূপান্তরিত, যেন এক ঝাপটে চলে গেল যুক্তি নির্ভর কার্পণ্যকে ছাড়িয়ে। 'তুমিই আমার ভূষণ' — এই একটি কথাই বলে দিচ্ছে যে জয়দেব এক সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে আছেন, ভারতীয় সাহিত্যে প্রাচীনের অস্তরাগ তিনি, এবং আধুনিকের পূর্বরাগ।"

জয়দেবের কাব্যে অনেকে বিলাসকলাকে প্রত্যক্ষ করেছেন, কেউ আবার হরিস্মরণকে প্রত্যক্ষ করেছেন। সকলেই তার কাব্যের সুললিত ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, সঙ্গীতময়তার প্রশংসা করেছেন।

Scanned by CamScanner